ভূমিকা

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পড়ার সময় থেকেই মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মায়। তারপর ধীরে ধীরে মধ্যযুগের সাহিত্যের বিভিন্ন পাঠ্যবই অধ্যয়নের সময় দেখি বেশ কিছু গ্রন্থে প্রবন্ধের বীজ লুকিয়ে রয়েছে, তার উৎসভূমিতো মধ্যযুগই। অর্থাৎ আধুনিক যুগের যে সমস্ত প্রবন্ধগুলি রয়েছে, হয়তো তাঁর মাধ্যম সেই সময় পদ্যই ছিল। তখন থেকেই এমন একটি প্রশ্ন আমায় ভাবাতো। তারপর স্নাতকোত্তর পাঠসূচিতে যে সমস্ত প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধগুলি ছিল, তার মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধগুলি আমাকে নতুন করে ভাবনার খোরাক জুগিয়েছিল। তখনই ভেবেছিলাম অন্নদাশঙ্কর রায়কে নিয়ে পরবর্তীতে গবেষণা করা যেতে পারে। তারপর অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধের বিষয়গুলি যতই গভীরভাবে ভাবতে শুরু করি, তখন তাঁর প্রবন্ধগুলি আমায় ছোটগল্পের মতো আকর্ষণ করতো। অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধগুলিতে আছে মধ্যযুগ ও আধুনিক জনসংখ্যা তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, মহাত্মাগান্ধী, টলস্টয়, গ্যেটে, রবীন্দ্রপূর্ব, রবীন্দ্র পরবর্তী অনেক সাহিত্যিকেও নিয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের মূল্যায়ন করেছেন। অর্থাৎ অন্নদাশঙ্করকে নিয়ে গবেষণা করা মানে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক পর্যন্ত বিবর্তনের অনেক অজানা বিষয়ই আমরা জানতে পারব। সেই সব দিক ভেবেই গবেষণা কর্মের বিষয় হিসাবে অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধের কথা ভাবি।

রবীন্দ্রোত্তর প্রাবন্ধিকদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধ সত্যিই বাংলা সাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ। আই.সি.এস অন্নদাশঙ্কর একাধারে কথা সাহিত্যিক, ছড়াকার তবুও প্রবন্ধের জন্যই তিনি বেশি জনপ্রিয়। রবীন্দ্রোত্তর প্রবন্ধের বিষয়ে যে বৈচিত্র্য, তাঁর প্রায় সবই অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধে লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রোত্তর অতুল চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রমথনাথ বিশি, সুকুমার সেন, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীদের সাথে অন্নদাশঙ্করের নামটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বাংলা সাহিত্যে। অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধে ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম, সংস্কৃতি কি নেই— সেটাই প্রশ্ন। সব কিছুকেই তিনি যেন জ্ঞানের সাহিত্য রচনা করেছেন। উত্তরসূরীদের কাছে তাঁর প্রবন্ধগুলি পথের দিশারী। তাঁর গদ্য মননশীল বিশ্বাসের রচনা। তাঁর প্রবন্ধগুলি আরো বেশি আকর্ষণ করার কারণ হল— তাঁর প্রবন্ধগুলিতে ভারতীয় সাহিত্যের তিন হাজার বছরের ধারার সাথে যুরোপীয় রেনেসাঁসের পাঁচশো বছরের জোয়ারের অপূর্ব মিশ্রণ যেন উভয় সংস্কৃতিকেই মনে করায়। এছাড়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্প, জীবন বিশ্বাস ও মনন এবং ভাবের সাথে ভাবনা, বস্তু জিজ্ঞাসার সাথে রোমান্টিক চেতনা, লোকজীবনের সাথে পরিশীলিত জীবন কী করে মেলাতে হয়

তাঁর প্রবন্ধগুলি তারই উত্তর। তিনি সংস্কৃতির মিলনে বিশ্বাসী। তাই তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ, ধারা ও বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের অতীতকেই মনে করায়। তিনি ক্রান্তদর্শী। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী জনগণের ভিতর থেকেই একদিন নতুন সংস্কৃতির উদ্ভব হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এদের থেকে অনেক কিছু পেলেও তাঁদের রচনা রীতি থেকে সরে এসে অন্নদাশঙ্কর বাক্যকে করে তোলেন সহজ সরল ভাষায় বোঝার মতো। তাঁর প্রধান কাজ সৃষ্টি করা। কিন্তু কখনো কখনো সেই সৃষ্টির কাজ সরিয়ে রেখে তাঁকে দেশ ও কালের ভাবনার ভাগ নিতে ও দিতে হয়েছে। কেননা, না হলে লোকে তাঁকে যদি পলায়নবাদী ভাবে— এই ভেবে। সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতি, ইতিহাসের সাপেক্ষে ব্যক্তি অন্নদাশঙ্করের সাথে মিলিয়ে প্রবন্ধগুলির মনস্ক পাঠই আমাদের এই গবেষণা কর্মের লক্ষ্য। ঐতিহ্যের সাথে ধারাবাহিকতা কী করে রক্ষা করতে হয়, কী করেই বা উত্তর প্রজন্মের মধ্যে বেঁচে থাকতে হয়, তাঁর প্রবন্ধগুলি সেই দিকই নির্দেশ করে। আবার ঐতিহ্যের মধ্যে যা সত্য সনাতন তাকে তিনি নিত্য নতুন ভাবে উপলব্ধি করেন। একের পর এক সৃষ্টি করেন। কারণ তিনি স্রষ্টা। সৃষ্টিতেই তাঁর আনন্দ।